দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ 14 FEB 2008
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা উপকরণ কেনার পেছনে অবৈধ বাণিজ্যের আশংকা

মোহাম্মদ আবদুর রহিম ঃ দেশের প্রায় ৪০ হাজার সরকারী-বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষা উপকরণ (টিএলএম) কেনা বাবদ বিদ্যালয় প্রতি ১০ হাজার টাকা করে প্রায় অর্ধশত কোটি টাকার বরাদ্দ নিয়ে কর্মকর্তাদের বাণিজ্যে নামার অভিযোগ উঠেছে। নির্ভরযোগ্য সূত্রে, মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের কতিপয় উর্ধতন কর্মকর্তা-কর্মচারী ও একটি ব্যবসায়ী চক্র যোগসাজশে 'টিএলএম' সামগ্রী ক্রয়কে নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থে ও কুক্ষিগত করে মোটা অংকের অর্থ কামিয়ে নেয়ার চক্রান্ত শুরু করেছে। সরকার দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা উপকরণ (টিএলএম) ক্রয়ের জন্য ১০ হাজার টাকা বরাদ্দ পৃঃ ২১ কঃ ১

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা

১২-এর পৃষ্ঠার পর

দিয়ে বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি ও প্রধান শিক্ষককে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ করে মালামাল ক্রয়ের দায়িত্ব দেয়। ইতোমধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ বাজারের শিক্ষা উপকরণের মান ও মূল্য যাচাই শুরু করেছেন। এমনি সময়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কতিপয় কর্মকর্তা ও কর্মচারীর যোগসাজশে একটি ব্যবসায়ী চক্র 'টিএলএম' সামগ্রীর ব্যবসাকে কুক্ষিগত করতে উঠেপড়ে চক্রান্ত শুরু করেছে বলে সূত্র জানায়।

সূত্রমতে এসব কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ পরিকল্পিতভাবে নিজেদের হীন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য তারা নিজেরা এসব সামগ্রী তৈরী করবেন এবং বিক্রয় করবেন। তাই তাদের সময়ের প্রয়োজন। চট্টগ্রাম বিভাগের অর্থ ছাড় দেয়ার সকল কাগজ-পত্র প্রস্তুত হওয়ার পরেও সময় ক্ষেপণের জন্য তারা বেনামে কয়েকটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগ তদন্তের জন্য আবার পরিকল্পিতভাবে দু'জন কর্মকর্তাকে (সিন্ডিকেট সদস্য) দায়িত্ব দেয়া হয়। পরিকল্পনা মোতাবেক তারা চক্রান্তের তদন্তের নামে প্রায় ২০ দিন সময় কাটিয়ে দেন। ইতোমধ্যে উক্ত সিন্ডিকেট দলের বিভিন্ন জেলা-উপজেলা অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের তাদের মালামাল ক্রয়ের জন্য স্কুলসমূহকে প্রভাবিত করতে অভিযানে শুরু করেছেন। সিন্ডিকেট ব্যবসায়ীর নিয়ন্ত্রণের মালামাল নিতে এ সিন্ডিকেটকে সহযোগিতা করছে বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে। সিন্ডিকেটের প্রস্তুতি সম্পন্ন হলেই তারা একদিকে অর্থ ছাড় দিবে অন্যদিকে ট্রাক ভর্তি মালামাল নিয়ে উপজেলা শিক্ষা অফিসার বরাবরে পাঠিয়ে গ্রহণ করার জন্য চাপ সৃষ্টি করবে। যেহেতু মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তা-কর্মচারী বদলি নির্ভর করে অধিদপ্তরের মর্জির ওপর, তাই তারা সিন্ডিকেটের নির্দেশ মানতে বাধ্য। উক্ত সিন্ডিকেট ২৮, টিপু সুলতান রোডে এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে মালামাল মজুদ শুরু করেছে। সেখানে অধিদপ্তরের সদ্য অবসরপ্রাপ্ত একজন উচ্চমান সহকারীকে কেন্দ্রীয় গুদামের ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়িত্ব দেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। সিলেটের ডিইও, টিইওদের সাথে বৈঠক করে নির্ধারিত স্কুল থেকে টিএলএম-এর মালামাল ক্রয়ের নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, এটা উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ।

সূত্রমতে প্রাথমিক শিক্ষা যদি প্রশ্ন করা হয় কতদিন পূর্বে চট্টগ্রাম ও খুলনা বিভাগের ডিও তৈরী হয়েছে এবং তা ছাড় করা হয়নি কেন? কোন কোন ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে কি অভিযোগ হয়েছে? তদন্তে তাদের বিরুদ্ধে কি অভিযোগ পাওয়া গেছে? কে অভিযোগকারী? তাহলেই সকল চক্রান্তের রহস্য উদঘাটন হবে।